



179482 - তাগুত নুসাইরিয়া বাহনীর হাতে যনিমারা গছেনে তনিকী শহদি?

প্রশ্ন

প্রশ্ন: আমার ঘটনা নমিনরূপ: আমি ২৫ বছর বয়সী একজন সরিয়ান নারী। প্রায় এক বছরকে কম সময় আগে মডেকিলে কলজে আমার এক সহপাঠী আমাকে বয়িরে প্রস্তাব দিয়েছে। তার প্রস্তাবে প্রাথমিক সম্মতি দেয়ার পর খতিবার কাজটি অচরিই শেষ করে ফেলার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু এর মধ্যে সরিয়ান গণ্ডগোল শুরু হল। গণ্ডগোলের কারণে আমরা অন্যদশে চলে গলাম এবং বিষয়টি ৮ মাস পছিয়ে গলে। এ সময়কালে আমি আমার সন্ধিন্তরে ব্যাপারে অনেকেই দ্বিধাদ্বন্দ্ববে পড়ে গলাম এবং বহুবার আমার সন্ধিন্ত থেকে ফিরে আসার চিন্তাও মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল। কারণ আমি পাতররে ব্যাপারে পুরোপুরি সম্মত ছলাম না। পুরোপুরি সম্মত না হওয়ার কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে- সে ছলে যখন বয়িরে প্রস্তাব দিতে এল তখন আমাকে খোলাখুলভাবে বলছে, সে এক ময়েকে পছন্দ করত এবং সে ময়েকে বয়িরে করতে চেয়েছিল। কিন্তু ময়েরে পরবার রাজি না থাকায় ঐ ময়েকে বয়িরে করতে পারেনি। অন্য আরকেটি ময়ে তাকে মোবাইলে ডিস্টার্ব করে, যে ময়েকে সে চিনি না। কিন্তু সে ময়েটে তার কাছে বয়িরে বসতে চায়, তাকে ভালবাসে। আমি প্রায় প্রতিদিন ইস্তখারার নামায পড়তাম। এরপর আমরা দশে ফরোর পর তার পরবার এসে কাজটি সমাধা করতে চাইল; তখন আমিও সম্মতি দলাম। যহেতু ছলেটে দ্বীনদার, চরতির ভাল, উন্নত সার্টফিকিটেধারী। অন্য বিষয়গুলো গোপন থাক— আমি সেটাই চাইলাম। সে জোর দিয়ে বলত যে, সে আমাকে প্রচণ্ড ভালবাসে, আমাকে বউ হিসেবে পতে চায়। আমার স্বভাব-চরতির ও শিষ্টাচারে সে মুগ্ধ। অবশেষে আমাদের বয়িরে কাবনি হল। সুবহান্লাহ, আল্লাহ আমার অন্তরেও তার প্রতি ভালবাসা চলে দলিনে। কিন্তু দুই সপ্তাহ পর আমাদের মধ্যে সমস্যা শুরু হল। কারণ সে আমাদের বাসায় আসত না; তার সাথে ইউনভার্সিটিতে দেখা হত। এ বিষয়টি আমাকে খুবই মরমাহত করত। কারণ সে থাকত অন্য এক শহরে; আমাদের শহর থেকে প্রায় দেড় ঘন্টার রাস্তা। কখনো সে কারণ দেখাত যে, নরিপত্তা পরস্থিতি ভাল নয়; কখনো বলত: সে কাজে ব্যস্ত। এক পর্যায়ে সে আমাদের বাসায় আসতে সম্মত হল। সে যখন আমাদের বাসায় থাকত তখন আমার ছোট বোনরে সাথে যে আচরণ করত তাত আমি খুব সংকোচবোধ করতাম। সে বলত, সে আমার বোনরে ব্যক্তিত্বে অভভূত। আরও বলত, সে আমার ছোট বোনকে নজিরে বোনরে মত ভালবাসে! বাস্তবে হয়তো সেটাই ছিল। কারণ তার মন ভাল ছিল। কিন্তু আমি মানতে পারতাম না। যার কারণে আমাদের মাঝে নানা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আমি সবসময় মানসিক কষ্টে ভুগতাম; এমনকি কোন কারণ ছাড়াই। দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ও মনমরা হয়ে থাকতাম। আর প্রতিদিন কাঁদতাম। কনে এ প্রস্তাব দলাম সেটা নিয়ে অনুশোচনা করতাম। নজিকে তার সাথে ও অন্য প্রস্তাবক ছলেদের সাথে তুলনা করতাম এবং আমার মন বলত অন্যরো তার চেয়ে ভাল হত। এরপর আমি পুনরায় ইস্তখারার নামায পড়া শুরু করলাম; তবে এবার বয়িরে প্রস্তাব তুলে নয়ের নয়িত। কুরআন শরফি পড়া শুরু করলাম যনে আল্লাহ আমাকে সঠিক সন্ধিন্তরে দশি দান করনে। কিন্তু আমার পরবার এ চিন্তা সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে আসছিল। তাদরে দৃষ্টিভিগ্গি ছিল- এর পছিনে মটেলিকি কোন কারণ নহে। তারা বলত, আমি নানারকম বাহানা করছি। আমার ব্যাপারে ছলে কোন ভুল করেনি। পরবাররে তরিস্কাররে কারণে আমি এসব চিন্তা ঝড়ে ফলেলাম এবং আগরে মত স্বাভাবিকি জীবন



যাপন করার সদিধান্ত নলিাম। সওে আমার সাথে ব্যবহার অনেক ভাল করছিলি এবং আমার ব্যাপারে অনেকে বেশি গুরুত্ব দিছিলি। আমি খুব ভাল সময় কাটাচ্ছিলি। পরিস্থিতি ভাল হয়ে যাওয়ায় আমি আল্লাহর প্রশংসা করলাম। এর মধ্যে আমি আমার পরিবারের সাথে এক সপ্তাহের জন্য সরিয়ার বাইরে যাওয়ার সদিধান্ত নলিাম। সফরের আগে আমিতাকে দেখতে চাইলাম। আমরা একমত হলাম সওে এসে মাগরবিরে আগে চলে যাবে, যহেতুে নরিপত্তা পরিস্থিতি খারাপ। সওে ঠকিই আসল, কনিতুে আমাদের এখানে একটু দরেকিরে ফলেল; তবে তখন আমি বা সওে কওে সওে টরে পাইনি। সওে আমাদের এখানে থেকে যাক আমি তাকে সওেও বলতে পারছিলি না। কারণ আমার পরিবার তা চাচ্ছিলি না। সওে আমার কাছে এমন কিছু বলনি। অথবা তার কোন বন্ধুর বাসায় সওে থেকে যাবে সওেও তার খয়োল আসনে; আগে একবার যখন আমাদের এখানে এসে দরেকিরে ফলেছিলি তখন সওে এভাবে থেকে গিয়েছিলি। সওে গ্রাম থেকে তার এক ফুফাতওে ভাই ও বোনদেরকে তাকে নয়ের জন্য আসতে বলল। যহেতুে তার নিজরে গাড়ী ছিলি না। গ্রামরে দূরত্ব প্রায় ৩ ঘণ্টার পথ। তাকে নয়ের জন্য তারা চলে এল। তারা আমাদের বাসা থেকে বদিয়ে নিয়ে বরেয়ে যাওয়ার পর খবর আসল যওে, তারা গ্রামে ফরোর পথে নরিপত্তা বাহিনীর বমোর আঘাতে সওে ও তার বোন মারা গছে এবং তার ফুফাতওে ভাই আহত হয়েছে। খবর শুনে আমি ভেঙে পড়লাম এবং নিজেকে দোষারোপ করতে থাকলাম। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে- এক: এটা কি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য শাস্তিস্বরূপ? যহেতুে আমি অহংকার করতাম এবং তার থেকে বচ্ছিন্ন হয়ে যতে চাইতাম। সওে দ্বীনদার ছিলি, আমার সাথে ভাল ব্যবহার করত, আমাকে ভালবাসত। আমি আমার প্রতিপালকরে এ নয়োমতরে শুরিয়া আদায় করনি। দুই: আমি ও আমার পরিবার কি তাদের গুনার বোঝা বইব? যহেতুে এ রাত্রিলিওে আমরা তাদেরকে যতে বাধ্য করছি? উল্লেখ্য, সদিনরে পরিস্থিতি অতবেশি খারাপ ছিলি না। এমন কিছু ঘটতে পারে তা মনেওে আসনে। এ সংবাদ যনে মহাপ্রলয়রে মত আমাদেরকে বদিধ করল। কখনও কখনও আমি আমার পরিবাররে উপর দোষারোপ করি। কারণ তারা তাকে এখানে থাকতে দয়েনি। তিনি: সওে কি আল্লাহর কাছে শহদি হিসাবে গণ্য হবে? যহেতুে সওে অন্যায়ভাবে মারা গছে। আশা করব, আমার প্রশ্নগুলোর জবাব দবিনে। এ দুর্ঘটনার পর থেকে অত্বন্ত খারাপ মানসিকতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এখনওে আমার চোখরে পানি শুকায়নি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আলহামদুলিল্লাহ।

এক:

প্রথমই আমরা আল্লাহর দরবারে দুআ করি তিনি যনে, এ দুর্ঘটনা ও দুর্ভাগ্য থেকে আপনাদেরকে উদ্ধার করনে। আপনাদের মৃতদের প্রতি রহম করনে, তাদেরকে শহদি হিসাবে কবুল করনে। নওয়ার অধিকার আল্লাহর, দওয়ার অধিকারও আল্লাহর। তাঁর কাছে সবকছির সুনির্দিষ্ট ময়োদ রয়েছে। আল্লাহ তাআলা মাখলুকাতরে মৃত্যুসময় লপিবিদ্ধ করে



রখেছেন; নরিদষ্টি করে রখেছেন। যার মৃত্যুসময় উপস্থিতি হবে তাকে একটুও কম বা বেশি সময় দয়ো হবে না। আল্লাহ তাআলা বলেন (ভাবানুবাদ): “আল্লাহ আত্মগুলকে হরণ করনে সগেলোর মৃত্যুর সময় এবং যগেলো ঘুমরে মধ্যে মরনে সগেলোরও। অতঃপর যার মৃত্যুর সদিধান্ত হয়ে গছে তার আত্মা রখে দনে। অন্যদরেটা একটিনিরিদষ্টি সময়রে জন্য ছড়ে দনে। নশ্চয় এতে চনিতাশীল লোকদরে জন্যে নিরিদর্শনাবলী রয়ছে।”[সূরা যুমার, আয়াত: ৪২]

শাইখ সাদী (রহঃ) বলেন:

আল্লাহ অবহিতি করনে য়ে, জাগরণ ও তন্দ্রাকালে, জীবদ্দশায় ও মৃত্যুকালে বান্দার তত্বেবধায়ক একমাত্র তনিহি। আল্লাহ বলেন: “আল্লাহ আত্মগুলকে হরণ করনে সগেলোর মৃত্যুর সময়” এটি হচ্ছে বড় তরিোধান, মৃত্যুর তরিোধান। আল্লাহ আরও বলেন: “যগেলো ঘুমরে মধ্যে মরনে সগেলোরও” এটি ছোট মৃত্যু। অর্থাৎ য়ে আত্মা ঘুমরে মধ্যে মরনে সয়ে আত্মকেও আল্লাহ হরণ করনে। এরপর এ দুটি আত্মা থেকে “যার মৃত্যুর সদিধান্ত হয়ে গছে তার আত্মা রখে দনে” সটে এমন আত্মা য়ে মারা গছে অথবা ঘুমরে মধ্যই য়ার মৃত্যু ঘটছে। আর অপর আত্মাটিকে একটিনিরিদষ্টি সময়রে জন্য পুনরায় প্ররণ করনে; যনে সয়ে আত্মা তার রযিকি ও বয়স পূরণ করে। তাফসরি সাদী পৃষ্ঠা- ৭২৫ থেকে সমাপ্ত।

দুই:

পক্ষান্তরে আপনার স্বামীর সাথে –আপনাদরে মাঝে ববৌহকি সম্পর্ক সম্পন্ন হয়েছে ধরা হল- আপনার য়ে আচরণ বা কসুর অথবা আত্মসম্মানবোধ কনেদ্রকি অভিমান এগুলোর কোন না কোন কারণ ছিল। পরবর্তীতে আপনাদরে মাঝে সমঝোতা হয়েছে, আপনি সম্পর্ক ছনি করার চনিতা ছড়ে দয়িছেন। আপনাদরে সম্পর্ক আগরে চয়ে ভাল হয়েছে। সুতরাং এর আগরে য়া কিছু ঘটছে সসেব নয়ি দুঃশ্চনিতা করার কোন কারণ নেই। এসব চনিতা আপনার কোন কাজে আসবে না। বরং আপনার শারীরিকি ও মানসিকি অশান্তির কারণ হবে। দুঃখতি-ভারাক্রান্ত হওয়া বা কত্রিচতি কান্নাকাটি করাতে দোষরে কিছু নেই। তবে আল্লাহর তাকদরিরে ব্যাপারে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা থেকে সাবধান থাকুন। হাউমাউ করে কান্নাকাটি করা থেকে বরিত থাকুন। আশা করছি এ মুসবিতে আল্লাহ আপনাকে ধরৈ ধারণ করার তাওফকি দবিনে, আপনাকে এর প্রতদিন দবিনে এবং য়া হারয়িছেন তার চয়ে ভাল কিছু আপনাকে দবিনে।

আপনি 71236 নং প্রশ্নোত্তরটি দখেতে পারে; সখোনে বপিদ-মুসবিতে মুমনিরে করণীয় কী এবং কী বলবে বা কী করবে তা তুলে ধরা হয়েছে।

তনি:

তনি য়ে দুর্ঘটনার শকার হয়েছনে সটোর দায় জালমে ও তাগুত বাহিনী ছাড়া অন্য কারো উপর বর্তানো উচতি হবে না। কারণ তারাই তাকে হত্যা করছে, তার বোনকে হত্যা করছে। আল্লাহ তাআলা এটাই তাকদরি (নিরিধারণ) করে রখেছেন। তনি



ভবেছেলিনে রাত্রিবিলো গ্রামে ফরিয়ে যাওয়াটা কঠনি হবো না। কোন সন্দহে নই যদিনি এমন কিছু আশংকা করতনে তাহলে তার কোন বন্ধুর কাছে ঘুমাতনে। অথবা রাতরে বলো আপনাদরে বাড়ীতই থাকতে চাইতনে। অতএব, আপনার অথবা আপনার পরবিাররে কোন দোষ নই। আল্লাহ তাআলা আযলে বা সৃষ্টির পূর্ববে যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তার ক্ষত্রে সেটাই ঘটছে। এটা যবে, তার তাকদরিয়ে ছলি এর সমর্থন পাওয়া যায় তাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য তার ফুফাতো ভাই ও তার বোনরে আপনাদরে বাড়ীতে আগমন। যদি রাত্রিবিলো পরিস্থিতি চলাফরোর উপযুক্ত না হত তাহলে তার ফুফাতো ভাই অথবা তার বোন আপত্তিজানাত এবং তারা গ্রাম থেকে তাকে নতি আসত না।

অতএব, তাকে অথবা তার পরবিারকে দোষারোপ করার কিছু নই। আপনাকে এবং আপনার পরবিারকে দোষারোপ করার কিছু নই। আল্লাহ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, যা ইচ্ছা করছেন সেটাই ঘটছে। আমরা দুআ করি, আল্লাহ তাকে রহম করুন, তাকে ক্ষমা করে দনি। তাকে, তার বোনকে এবং অন্যায়ভাবে নহিত হওয়া সকল মুসলমানকে আল্লাহ শহদি হিসাবে কবুল করুন। কারণ তিনি নাস্তিক্যবাদী ও বাতনে চিন্তাধারার অধিকারী বাথ পার্টির বাহিনীর হাতে নহিত হয়েছেন। কারণ তিনি তার গাড়ীতে নহিত হয়েছেন; গাড়ীতে মারা যাওয়া ভূমি ধ্বসরে সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভূমি ধ্বসে মারা গেলে শহদিরে সওয়াব পাওয়ার কথা হাদসি সাব্যস্ত হয়েছ। এ বিষয়ে আরও জানতে [129214](#) নং প্রশ্নোত্তরটি দেখো যতে পারে; সখোনতে আরও বিস্তারতি বিবরণ আছে।

চার:

জনে রাখুন, আপনার উপর চার মাস দশদনি ইদ্দত পালন করা ওয়াজবি— এ বিষয়ে আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যবে নারীর স্বামী মারা গেছে তার উপর ককি বিষয় পরতিয়াগ করা অপরিহার্য সেগুলো আমরা [10670](#) ও [13966](#) নং প্রশ্নোত্তরে উল্লেখ করেছি। যমেন- প্রয়োজন ছাড়া দিনরে বলোয় এবং জরুরত ছাড়া রাতরে বলোয় ঘর থেকে হওয়া। সুন্দর পোশাক পরিধান। স্বর্ণ ও অন্য কোন অলংকার পরিধান। সুগন্ধি ব্যবহার; তবে হায়ে ও নফিস থেকে পবিত্র হওয়ার পর সামান্য ব্যবহার করা যতে পারে। সুরমা ও মহেদেরি ব্যবহার।

আল্লাহই ভাল জাননে।